রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২৩, ২০০৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২০ নভেম্বর ২০০৮

নং ১২৪-মুঃপ্রঃ/আইন-অনুবাদ-১১/০৮।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 এর নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ]

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭

(১৯৩৭ সনের ২৬ নং আইন)

[৭ অক্টোবর, ১৯৩৭]

বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

আইন

যেহেতু বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং ব্যাপ্তি**।—(১) এই আইন মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন, ১৯৩৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হইবে।

২। **মুসলমানদের প্রতি ব্যক্তিগত আইনের প্রয়োগ**।—বিপরীত প্রথা এবং রীতি থাকা সত্ত্বেও, (কৃষিভূমি সংক্রান্ত বিরোধ ব্যতীত) চুক্তি বা উপহার অথবা ব্যক্তিগত আইনের বিধানাবলীর অধীন অর্জিত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তিসহ নারীর বিশেষ সম্পত্তি, বিবাহ-বন্ধন, তালাক, ইলা, জিহার, লিয়ান, খুলা ও মুবার্‌রাসহ বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, দেনমোহর *(dower)*, অভিভাবকত্ব, উপহার, ট্রাস্ট এবং ট্রাস্ট-সম্পত্তি, এবং (দাতব্যালয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য ও ধর্মীয় সম্পত্তি ব্যতীত) ওয়াক্‌ফ্ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নে, যে সকল মামলায় পক্ষগণ মুসলমান সেই সকল মামলার, সিদ্ধান্ত-বিধি হইবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত)।

৩। **ঘোষণা প্রদানের ক্ষমতা**।—(১) যদি কোনো ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করে যে—

(ক) তিনি একজন মুসলমান, এবং

(খ) তিনি চুক্তি আইন, ১৮৭২ এর ধারা ১১ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে চুক্তি সম্পাদনের উপযুক্ত, এবং

(গ) তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা,

তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, তিনি এই ধারার বিধানাবলীর অধীন সুবিধালাভে ইচ্ছুক, এবং অতঃপর ধারা ২ এর বিধানাবলী ঘোষণাকারী এবং তাহার সকল নাবালক সন্তান এবং তাহাদের উত্তরসূরীগণের প্রতি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেন উহাতে উল্লিখিত বিষয়াদির অতিরিক্ত হিসাবে উইল এবং উইলবলে প্রাপ্ত সম্পত্তিও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল।

(২) যেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তি, এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তার নিকট উক্ত বিষয়ে আপীল করিতে পারিবেন, এবং যদি উক্ত কর্মকর্তা আপীলকারীর ঘোষণা করার অধিকার রহিয়াছে মর্মে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষকে ঘোষণাপত্র গ্রহণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) এই আইনের অধীন যে কর্তৃপক্ষের নিকট এবং যে ফরমে ঘোষণাপত্র প্রদান করিতে হইবে উহা নির্ধারণ করা;

(খ) ঘোষণাপত্র দাখিল করা এবং এই আইনের অধীন যে কোনো ব্যক্তিকে তাহার দায়িত্ব পালন করা ব্যক্তিগত আবাসস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য প্রদেয় ফিস নির্ধারণ করার জন্য; এবং এইরূপ ফিস পরিশোধের সময় এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করা।

(৩) এই ধারার অধীন প্রণীত বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং এইরূপে কার্যকর হইবে যেন এই আইনের অধীন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

৫। [**কোন কোন পরিস্থিতিতে আদালত কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদ**।—মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯ (১৯৩৯ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৬। [**রহিতকরণ**।—বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা রহিত।]

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd